দৈনিক ইনকিলাব

228

তারিখ 21 AUG 1986
পৃষ্ঠা ৮ কলাম

উপজেলা পরিক্রমা

মাদারীপুর

॥ দেলোয়ার দিশারী ॥

সবুজ গালিচায় ঢাকা প্রকৃতির কোল ঘেঁষে বয়ে চলা ইতিহাস বিজড়িত আড়িয়াল খাঁর তীরে অবস্থিত এ মাদারীপুর সদর উপজেলা। এর দক্ষিণে কালকিনী, পশ্চিমে রাজৈর এবং উত্তরে অবস্থিত টেংরামারী ও শিবচর উপজেলা। পূর্ব দিকে আড়িয়াল খাঁ নদী এবং কৃতীনাশা বিধৌত শরীয়তপুর।

প্রখ্যাত সূফী সাধক হযরত শাহ্ মাদার (রঃ)-এর নামানুসারে মাদারীপুর নামকরণ করা হয়। এ উপজেলার আয়তন ১১০ বর্গ মাইল। লোকসংখ্যা পুরুষ ১৬৭২৩৫ জন এবং মহিলা ১৫৫০০৮ জন। সর্বমোট ৩ লাখ ২৬ হাজার ২শ' ৪৩ জন। ইউনিয়ন ১৫টি। মৌজা ১৬৭টি। গ্রাম ১৫৮টি এবং পরিবার ৬০৫৮২টি।

কৃষি

মাদারীপুর সদর উপজেলাবাসীরা কৃষির ওপরই নির্ভরশীল। তবে কৃষি ক্ষেত্রে দুরবস্থার জন্যে উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয় না। চাষাবাদযোগ্য জমির পরিমাণ ৫৪০৬২ একর। অধিকাংশ জমিগুলোই তিন ফসলী। প্রধান ফসল ধান, পাট, চীনাবাদাম, আখ, বুট, মুশুরী, সরিষা, গম, তিল, মটর, তিসি, সবজী, মরিচ, আলু, রসুন ইত্যাদি।

এ উপজেলার অর্থনীতির মূল ভিত্তি কৃষি হলেও কৃষি উন্নয়নের জন্যে কোন কার্যকরী পদক্ষেপ নেয়া হয়নি।

চিকিৎসা

"হেল্‌থ ইজ ওয়েলথ" কথাটা উপজেলাবাসীদের জন্যে একটা প্রবাদ বৈ কিছুই নয়। উপজেলায় ১টি হাসপাতাল, ১টি হেলথ কমপ্লেক্সসহ বিভিন্ন ইউনিয়নে ছড়িয়ে ছিটিয়ে কয়েকটি পরিবার পরিকল্পনা ক্লিনিক রয়েছে।

কিন্তু এগুলোতে প্রয়োজনানুপাতে ওষুধ সরবরাহ না করায় রুগীরা ওষুধ থেকে প্রায়ই বঞ্চিত হয়। তা ছাড়া সদর হাসপাতালটিতে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি না থাকায় জরুরী ও জটিল চিকিৎসার জন্যে উপজেলার বাইরে সুদূর ঢাকা-বরিশাল পর্যন্ত ছুটোছুটি করতে হয়।

শিক্ষা

এ উপজেলায় ১টি আলীয়া মাদ্রাসা সহ ৩টি সিনিয়র, ৮টি জুনিয়র ও প্রায় ৬০টি এবতেদায়ী-ফোরকানিয়া মাদ্রাসা এবং ২টি কলেজ, ২৮টি উচ্চ বিদ্যালয় ও ১২০টি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় রয়েছে। এ ছাড়াও মহিলা কলেজ ১টি, বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় ৩টি, হেফজখানা প্রায় ৬টি এবং শিশু সদন ১টি। কিন্তু এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো সমস্যার আবর্তে নিমজ্জিত। প্রয়োজনীয় শিক্ষা উপকরণের অভাব-অনটন এবং আসবাবপত্র, বইপত্র, বিদ্যালয় ভবনের জীর্ণদশা মাদারীপুর শিক্ষাক্ষেত্রে অচলাবস্থার সৃষ্টি করছে।

শিল্প কারখানা

শিল্প কারখানার মধ্যে "মস্তফাপুর টেক্সটাইল মিল" "এ, আর, হাওলাদার জুট মিলস্ লিঃ" এবং "আলহাজ্জ আমিনউদ্দীন জমাদার জুট মিলস্"-এর কথা উল্লেখযোগ্য। এ ৩টি মিলে প্রায় ৪ হাজার লোকের কর্মসংস্থান হয়। এ ছাড়াও ১৪টি ব্যাংক, প্রায় ২০টি রাইস মিল ও ৫টি স'মিল রয়েছে। বিড়ি শিল্পের মাধ্যমেও উপজেলাবাসীরা জীবিকা নির্বাহ করে। তার মধ্যে "মুক্তা বিড়ি ফ্যাক্টরী লিঃ"-এর নাম উল্লেখযোগ্য।

যোগাযোগ

মাদারীপুর থেকে বরিশাল হয়ে ঝালকাঠী-পটুয়াখালী-ভোলা, ফরিদপুর হয়ে খুলনা-যশোর-সাতক্ষীরা এবং আরিচা হয়ে রাজধানী ঢাকার সাথে সড়ক যোগাযোগ রয়েছে। নির্মাণাধীন মাদারীপুর-শরীয়তপুর সড়কটি চালু হলে যোগাযোগ ব্যবস্থা আশা করা যায় কিছুটা উন্নত হবে। তবে শিবচরের সাথে কোনো সড়ক যোগাযোগ না থাকায় এ এলাকার জনজীবন চরম দুর্ভোগের মুখোমুখী। এ ছাড়াও গ্রামাঞ্চলের রাস্তা-ঘাটের অধিকাংশ পুল-কালভার্ট ভগ্ন থাকায় অনেক স্থানে বাঁশের সাঁকোর ওপর দিয়ে মানুষ জীবনের ঝুঁকি নিয়ে আজও পারাপার হচ্ছে।

হাট-বাজার

রাজার হাট, হবিগঞ্জের হাট, হোসনাবাদ হাট, শামসুর হাট, ফরাজীর হাট, কালির বাজার, বালিয়াহাটি, মাথাভাঙ্গা, মঠের বাজার, তেভাগদীর হাট, আঙ্গুলকাটা, মৌলভীর হাটসহ উপজেলা সদরে মোট ৪০টি হাট-বাজার রয়েছে। তার মধ্যে ছোট ২০টি এবং বড় ২০টি। কিন্তু হাট-বাজারগুলোর প্রয়োজনীয় সংস্কার, রক্ষণাবেক্ষণ ও পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা না থাকায় দোকানদার ও ক্রেতাদের দুর্ভোগের আর অন্ত থাকে না।

বিদ্যুৎ

শহর এলাকায় অহরহই বিদ্যুৎ বিভ্রাট ঘটে। ফলে, জনজীবনে চরম দুর্যোগ নেমে আসে। পল্লী বিদ্যুতায়নের অধীনে মাদারীপুর সদর উপজেলার গুটিকয়েক গ্রাম ছাড়া অধিকাংশ গ্রামে এখন পর্যন্ত বিদ্যুতের ছোঁয়া লাগেনি। টুইররাকান্দি, জালালপুর, পাঁচখোলা, হোসনাবাদ, বাহেরচর, গোবিন্দপুর, জাফরাবাদ, মাওনপুর, খোয়াজপুর গ্রামগুলোতে এখনও বিদ্যুতায়ন করা হয়নি।

বিনোদন

বিনোদনের ক্ষেত্রে এখানকার জনগণ পিছিয়ে আছে। এ উপজেলায় ১টি স্টেডিয়াম, ১টি পাবলিক লাইব্রেরী, ১টি ইসলামী একাডেমী, ২টি সিনেমা হল এবং ১টি অডিটরিয়াম রয়েছে। কিন্তু রক্ষণাবেক্ষণ ও সংস্কারের অভাবে এ বিনোদনমূলক প্রতিষ্ঠানগুলোরও বর্তমানে নাজুক পরিস্থিতি। দীর্ঘদিন ধরে অডিটরিয়ামটি চেয়ারবিহীন অবস্থায় পড়ে আছে।